রাজপথ

মোঃ ইয়াকুব আলী

জলছবি প্রকাশন

রা জ প থ

মোঃ ইয়াকুব আলী

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-7-5

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান

মূল্য : ২২০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Rajpath by **Md. Yakub Ali**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 220.00, US $ 10

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা-মাতা

মোঃ বসির উদ্দিন

ও

আছিয়া খাতুন

লেখকের কথা

রাজপথ কোন ইতিহাস নয়। কোন উপন্যাসও নয়। তবু এর মাঝে কিছু ইতিহাস, কিছু কিংবদন্তি, কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা, কিছু কল্পকাহিনী জড়িত আছে। জড়িত আছে মুখরোচক কাহিনী। অনিচ্ছাকৃত কিছু চরিত্র বাদ যাওয়া বিচিত্র নয়। কারণ এ কাহিনী মোটামুটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বের। কাজেই নতুন প্রজন্মের অনেক প্রতিভার নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এজন্য আমাকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখতে হবে।

রাজপথকে রম্যরচনার মধ্যে ফেলা যেতে পারে। কারণে অকারণে কারো মনে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি আঘাত দেই তা ক্ষমাসুন্দরভাবে দেখবেন ও ক্ষমা করবেন। আমার উদ্দেশ্য কারো মনে দুঃখ না দেয়া।

রংপুরের মাটি যাদের জন্য ধন্য [শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি]

নারী শিক্ষার অগ্রদূত রোকেয়ার জন্ম এখানে। এই রংপুরেই স্বস্ত্রীক চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত মাওলানা কেরামত আলী শাহ্ জৈনপুরী। বাবু তুলসি লাহিরী, কাজী মোঃ ইয়াহিয়া। মাওলানা খেরাজ উদ্দিন, কাজী মোঃ ইলিয়াছ, কাজী মোঃ ইদ্রিস, কাজী মোঃ ইউনুস, মতলুব আলী, তোজ্জামল আলী, আব্দুল মজিদ, কায়সুল হক। কবি মোঃ সুলতান, বাবু গিরীন ঘোষ, মিসেস গিরীন ঘোষ, সৈয়দ শামসুল হক, শামসুল হক সদরুদ্দিন, মোতাহার হোসেন সুফী, হায়দার আলী, আলহাজ্ব সামছুল হুদা, আমিনুল ইসলাম, রফিকুল হক, মীর আলতাফ আলী, জেড এ রাজা, হারুন, আইনুজ্জামান, জলিলুল আলম, আশুতোষ দত্ত, বিশু, মোজ্জাম্মেল হক, মহফিল হক, সাদরুল আনাম (মঞ্জু), প্রফেসার নূরুল ইসলাম, আঃ খালেক জোয়ারদার, রাধা মাধব বণিক, মোঃ ইয়াকুব আলী, মোকছেদুল হক, এহাদী, মোনাজাত উদ্দিন। সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, জাহিদ হোসেন জেমী, মোঃ সোলেমান আলী, শরিফুল ইসলাম (ফুলু), হরলাল রায়, মিসেস হরলাল রায়, আসাদুজ্জামান নূর, কবি নুরুল ইসলাম ও বাবু (ইঞ্জিনিয়ার পাড়া)।

শিল্পীদের মধ্যে মোঃ ইদ্রিস, মতলুব আলী, আলম, রাজু ও মুক্তি (মসিউর রহমানের মেয়ে) উল্লেখযোগ্য। তবে কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ না করে যে শিল্পী রংপুরে আলোড়ন তুলেছেন তিনি পিছির আলী।

সংগীত : রংপুরের ভাওয়াইয়া ও রংপুরের পল্লীগীতিকে সমৃদ্ধি করেছেন আব্বাস উদ্দিন, মোস্তফা জামান আব্বাসি, ফেরদৌসি রহমান, বাবু হরলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, অজিত রায়, নাদিরা বেগম, শরীফা খাতুন, যোগেন বাবু, বেবী নাজনীন, সাজু ভাই, সুরাইয়া খাতুন, জহুর আলী ও আরো অনেকে।

যন্ত্রসংগীতে মকবুল আলী, নবদ্বীপ লাহিড়ী, লালু বাবু, নৃপেন লাহিড়ী, সাজেদার রহমান, ছবুর, মন্টু, চানু ছাড়াও যন্ত্রসংগীতে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন অনেক জানা-অজানা শিল্পী।

রাজনীতি : ফকির ও সন্ন্যাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে রাজনীতি, তার মধ্যে জড়িত দেবী চৌধুরানী, নুরুদ্দিন, আবু হোসেন সরকার, আব্দুল কাদের, মসিহুর রহমান, মতিয়ার রহমান, আব্দুল কাসেম, মাইদুল ইসলাম, পনির উদ্দিন, মোঃ আমিন, বদির উদ্দিন আহমেদ, মিঃ ওয়াবেদ মিঞা, আজিজুল ইসলাম, ছিদ্দিকুর রহমান, আফজাল, রুহুল কুদ্দুস, লোহানী পরিবারের সবাই, মনিকৃষ্ণ সেন, জিতেন দত্ত, ছাবের উদ্দিন আহমেদ, পাখী মৈত্র, শংকর বোস, মন্টু মজুমদার, তাজুল ইসলাম, রহিমুদ্দিন, করিমুদ্দিন ভরসা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোঃ এরশাদ।

বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ত্যাগী সংগঠকদের জীবনাদর্শ দেখে বিস্মিত হতে হয়। মনি কৃষ সেন, জিতেন দত্ত, ছয়েব উদ্দিন আহম্মদ, মন্টু মজুমদার ও সরকার বোসের নাম উল্লেখযোগ্য।

সলিল চৌধুরীর (গণসংগীত) সুরাপিত একটি গান-

'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা

আজ জেগেছে এই জনতা /...'

১৯৪৫ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় এই গানটি রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে গীত হয়।

১৯৪৭ সালে কলকাতার তেভাগা তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের তিনজনকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এরা হলেন রংপুরের ছয়ের উদ্দিন, নির্মল সেন ও ঠাকুরগাঁয়ের মেরাজুল ইসলাম।

অন্য যাদের অবদান কম নয়, তারা হলেন শংকর রায় (বদরগঞ্জ) সুধীর মুখার্জী (কুড়িগ্রাম), মনি মজুমদার, আবুল মোকছেদ (গাইবান্ধা), দীনেশ লাহিড়ী, শচীন ঘোষ, মহি বাগচী, রেবা রায়, রেখা ও সুনীল দেবী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এ বাংলার লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নেয়। ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়। কমরেড মনিকৃষ্ণ সেন ও এ্যডভোকেট বছির উদ্দিন সেই ত্রাণ

কমিটির যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। তাদের নির্দেশে ছয়ের উদ্দিন নিজ এলাকায় ত্রাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ : বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধে রংপুরের দুটি অংশ পাটগ্রাম ও রাজিবপুর এলাকা পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর কাছে মাথা নত করেনি। সারা দেশ যখন শত্রু কবলিত ছিলো, তখন এই দুটি এলাকা শত্রুমুক্ত ছিলো। এই দুটি এলাকায় হানাদার বাহিনীরা অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। এই দুটি এলাকার মধ্যে রাজিবপুর এলাকায় তৎকালীন মেজর জিয়া অবস্থান নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। রাজিবপুর এলাকার মানুষ তাই আজো মেজর জিয়াকে তাদের সহযোদ্ধা হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। ক্ষমতায় এসে জিয়া সাহেব বেশ কয়েকবার ছুটে গেছেন তার স্মৃতিবিজড়িত রণাঙ্গন পরিদর্শন করার জন্য।

কুটিরশিল্প : নিসবতগঞ্জে শতরঞ্জী, রাজার হাটের কাঠের পাদুকা ও কাষ্ঠজাত দ্রব্যের উপর হাড়ের কাজ, বলদিপুকুরের সাঁওতালদের তৈরী সুন্দর কারুকাজ করা ঝাড়ু, বিভিন্ন অঞ্চলে মৃৎশিল্প ও ঝিনুকের চুন, বাঁশের তৈরী মাছ ধরা সব যন্ত্র।

শিক্ষা : ১৯১৭ খৃঃ রংপুর কারমাইকেল কলেজ স্থাপিত হয়। তৎকালীন বঙ্গদেশে এতোবড় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আর দ্বিতীয়টি আর ছিলো না।

ক্রীড়া সংগঠন : ক্রীড়া সংগঠন ও ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে জড়িত মোঃ আকতার হোসেন, জররেজ মিঞা, মোঃ মকবুল আলী, মোঃ আজহার আলী, রাঙ্গা, বাবু, রশিদ মিঞা, এস এ মহসিন (সাজু ভাই) সুরেন্দ্র লাল রায়, ছামাদ, তাজহাটের মহারাজা, হুসেইন মোঃ এরশাদ ও আরো অনেকে।

খেলাধূলা : কামরুল নাহার ডানা। গদাভাই, ছিদ্দিক হোসেন, আব্দুল বাকী, আব্দুল হাই, আব্দুল হাদি, লুৎফর রহমান, দুদু মিঞা, মমতাজ, ফজলার, তাজ, মাছুম, ফজলুর রহমান, আঃ কাশেম, কাজী দারোগা, বসির, পল্টু, কচি, দুলাল, মিন্টু, মুকুল, কাজী ছাত্তার, কাজী আনোয়ার, মোছাব্বের, মোজহার, জোহা, মশিহুর, সাইফুল, মুকুল, তাজুল সেকেন্দার, আব্দুল করিম, ছামাদ, তিনু, মন্টু, (বুড়াতি) দুলাল, (কুড়িগ্রাম) খোকা (কুড়িগ্রাম), কহিনূর (কুড়িগ্রাম), সাল্টু ও আরো অনেকে।

অভিনয় : প্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিতু মুন্সি, গিরিন ঘোষ, কানু ঘোষ, আব্দুল মজিদ, আবুল বজল তুলিপ, আনছার, মীর আলতাব, নৃপেন রায়, সাজেদার রহমান ছবুর, সুপ্রিয়া গুপ্তা, স্বরবরী গুপ্তা, কল্পনা, সবিতা বাণী, বণানী সামাদ, মান্নান চৌধুরী, কাজী মোঃ ইলিয়াছ, কাজী মোঃ ইউনুস, কাজী মোঃ এহিয়া, ডাঃ জুন, সুরেন্দ্র নাথ রায়, এম এ গণি, মোঃ নুরুল ইসলাম মিন্টু, আঃ রশিদ খান। মকবুল আলী, বাচ্চু, সাজু আনু, লাল্টু, মাছুম, ইয়াকুব, মকচু, মনু, মন্টু, আশুতোষ দত্ত, মনোয়ার, লাতেক, ছেলিম, বদরুল, নগেন, বিশু, ইলিয়াছ, সাজেদা, ইমার উদ্দিন মণ্ডল, রফিকুল হক, কাইউম (পুষ্টি) অমল স্যান্যাল, অলোক স্যান্যাল, চানু পন্ডিত, রাজা নুন, আলেয়া ফেরদৌসি, ডজি, ডলির নাম উল্লেখযোগ্য।

রংপুর প্রসঙ্গে আলহাজ্ব শামসুল হুদা বাং ১৩৯৮ সালে দৈনিক জনতার সম্পাদীয়কিতে যা লিখেছিলেন ঃ

'রংপুর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজকের এই আলোচনায় রংপুরের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করব। কারণ ইতিহাস প্রমাণ করবে রংপুরের জনগণ ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে কত শক্তিশালী এবং দেশের শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে রংপুরবাসীর অবদান কত সুদূরপ্রসারী। রংপুরের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রী জীতেন্দ্র মোহন দে মহাশয়ের বর্ণনায় জানা যায়, বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক রাজবাড়ি ছিলো রংপুরে। অধ্যাপকদের ভাষায় : RAZA BIRAD WAS THE FIRST HISTORICAL KING OF BANGLE.'

রংপুরের ইতিহাস আছে, রংপুরের পরিচিতি আছে, রংপুরের ঐতিহ্য আছে, রংপুরের মননশীলতা আছে। আছে রংপুরের জনগণের দর্শন।

রংপুর তথা উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শ্রী ধর্মনারায়ণ সরকার ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন 'আর্য বৈদিক হিন্দুগণের পুরাণ, তন্ত্র ও মহাভারত পাঠে জানা যায়, পৌরাণিক কুরুক্ষেত্র মহাসমরে উত্তর বঙ্গীয় রাজবংশী ক্ষত্রীয় নৃপতি ভগদত্ত, যার রাজ্য জ্যোতিশপুর নামে খ্যাত ছিলো এবং রাজ্য পরিসীমা পশ্চিমে করতোয়া নদী, দক্ষিণে রংপুর, বগুড়া-ঘোড়াঘাট, পূর্বে অধুনা কুড়িগ্রাম জেলার পূর্বসীমা ব্রহ্মপুত্র নদ, আসাম, ব্রহ্মদেশ এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সেই ভগদত্তের বংশধরগণ নিরবচ্ছিন্ন চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর রাজ্য শাসন করেন। উক্ত বংশধরগণের মধ্যে মহারাজ ব্রজদত্ত দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অশ্ব অন্যান্য রাজ্য পরিভ্রমণকালে সেই অশ্ব প্রাচীন জ্যোতিশপুরে আগমন করলে অশ্বরক্ষক মহাবীর অর্জুনের সঙ্গে তার তুমুল যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ব্রজদত্ত পরাজয় বরণ করে অশ্বমেথ যজ্ঞের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।'

রংপুরের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম 'রঙ্গপুর প্রসঙ্গ' নিবন্ধে লিখেছেন–'প্রাচীন দলিলপত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রঙ্গপুরের আয়তন ছিলো বৃহৎ। কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া, গোইটি প্রভৃতি এলাকা প্রাচীন যুগে রঙ্গপুরের অন্তর্গত ছিলো। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর রঙ্গপুরের আয়তন ছোট হয়ে আসে।'

রঙ্গপুরের নামকরণ সম্পর্কে জনাব নূরুল ইসলাম লিখেছেন, 'রঙ্গপুরের নামকরণ নিয়ে নানা রকম মতোবাদ ও লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। রঙ্গপুর নামের অর্থ রঙ্গভূমি।' 'The Place of Leasure' 'রঙ্গ' অর্থ আনন্দ, পুরো অর্থ নিকেতন। হয়তো প্রাচীনকালে অনেক রাজার মনের মতো পছন্দ জায়গা ছিলো এই রঙ্গপুর। মহাভারতে উল্লেখ আছে, পৌরাণিক যুগে কামরুপের রাজা ভগদত্তের প্রমোদ উদ্যান এই স্থানে ছিলো বলে এখানকার নাম রঙ্গপুর হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন রাজা ভগদত্তের বংশের মহীরঙ্গ রাজার নামে এই স্থানের নাম রঙ্গপুর হয়। আবার

অনেকে মনে করেন গৌড়ের নবাবের প্রতিনিধিদলের রংমহল এই স্থানে ছিলো বলে রঙ্গপুর নাম হয়েছে। সম্ভবত এই ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীর।

প্রাচীন ইতিহাসেই যে রংপুরের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তা নয়, বাংলার মুসলিম শাসন শুরু হয় এই রংপুর থেকে। মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল কাশেমের 'তারিফ-ই-ফেরেস্তা' গ্রন্থে রংপুরের নামটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঐতিহাসিক আবুল কাশেম বলেছেন, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলা দখল করে রংপুরে তার রাজধানী কায়েম করেন।

এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে রংপুরের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। ফকির ও সন্ন্যাসি আন্দোলন দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকা সবই আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। নূরলদীনের কৃষক আন্দোলন ও ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের পাদপীঠ ছিলো এই রংপুর। এই রংপুরেই স্বস্ত্রীক চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন এই উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক পুরুষ হযরত মাওলানা কেরামত আলী শাহ জৈনপুরী। ব্রিটিশ আমলে আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান ছিলো এই রংপুর। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে রংপুর কারমাইকেল কলেজ স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের শিক্ষিতা, সংস্কৃতিমনা যে কোন মহিলার রংপুরের প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে। কারণ এই রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জন্ম। বাংলার প্রতিটি নারী তাই রংপুরের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

আলহাজ্ব শামস্উল হুদা ও অধ্যাপক নূরুল ইসলামের তত্বভিত্তিক আলোচনায় অনেক কিছু জানা যায়। তাদের দুজন ছাড়া এ বই লিখতে যাদের সাহায্য নিয়েছি তার মধ্যে সিরাজুল ইসলাম সিরাজ সম্পাদিত রংপুরের নাটক (প্রথমখণ্ড) 'সোনালী স্মৃতি রংপুর' স্মরণিকার প্রথম সংখ্যা এবং দৈনিক জনতার সম্পাদকীয়তে আলহাজ্ব শামসুল হুদার লেখা 'রংপুর ইজ মাই লাভ'। এছাড়া জেড এ রাজা, সবুর বদরুল আইনুজ্জামান, কেশবদা ও আরো অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। এদের সবারই কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বেশীর ভাগ কাহিনী বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বের। স্বাধীনতার পূর্বের গুণীজনদের কিছু কিছু স্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে। আমার এই বই অনেক দিন আগে হাতে লিখিত অবস্থায় ছিলো। বার্ধক্য এবং শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গ্রন্থটির শব্দ চয়ন, বানান, বাক্যের গঠন ইত্যাদি মধ্যেকার ভুলত্রুটি সমূহ সঠিকভাবে যাচাই বাছাই বা সংশোধন করতে পারিনি। তাই এসকল নিজের ভুলত্রুটিগুলো স্বীকার করে পাঠক সমাজের কাছে পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার স্ত্রী শাহেদা বেগম-এর সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা, বড় ছেলে মোহাম্মদ ইফতেখার, মেজ ছেলে মোহাম্মদ ইমতিয়াজ, ছোট ছেলে আজাদ রহমান এবং সর্বোপরী আমার একমাত্র কন্যা শায়েলা ইয়াসমিনের উৎসাহ ও পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য ও প্রকাশযোগ্য। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক দোয়া।

মোঃ ইয়াকুব আলী
৬ জানুয়ারি, ২০১৮

॥ এক ॥

নাচছে।

বাইজী নাচছে। নেচেই চলছে। নেই যেন এ চলার শেষ। ছন্দময় গতি সঞ্চারিত তার শরীরে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচছে সে। বিজলীর চমক তার দুচোখে। হাত দুটো বন নাগিনীর মতো ফণা তোলে। ঝুমুরের মিষ্টি আওয়াজের সঙ্গে পদযুগল অক্লান্ত গতিতে চলে, চলছে তো চলছে। এ চলার যেন শেষ নেই। নেই ছন্দপতন। মোছওয়ালা ইয়া তাগড়া তবলচি তবলা বাজিয়েই চলে। অন্য যন্ত্রসংগীত শিল্পীরাও তাল মিলিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করছে। বাইজীর নাচে কীসের যেন একটা আমেজ ছড়িয়ে দেয় রংমহলে। কারুকার্যখচিত বাইজীর পা দুটো চঞ্চলা হরিণীর মতো নেচেই চলে।

গিলে করা পাঞ্জাবী পরিহিতো জমিদার বসে আছেন সামনে। গদিতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছেন। তন্দ্রার মতো আচ্ছন্ন হয়ে ঝিমুচ্ছেন। সামনেই সুরার বোতল। রঙ্গিন তরল পদার্থ। পাত্রের পর পাত্র উজার করে দেয়, কোনদিকে যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। এক সময় বাইজী ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসে। মনে হয় স্বপ্ন, কল্পনা। তন্দ্রা নেমে আসে দুচোখে। কত ঘুম। কত রাজ্যের ঘুম যেন তাকে পেয়ে বসে। বাইজী যতক্ষণ নেচে চলে ততক্ষণ পায়ের কাছে ঝরে পরে টাকা। টাকা আর টাকা। অনেক সময় হয়ত একটা দামী মুক্তার মালাও জোটে। বাইজীর রঙ্গিন ঠোঁটে খেলে যায় একফালি চাঁদের হাসি।

মাঝে মাঝে যেন করুণ সুর ভেসে বেড়ায় বাতাসে আর বলে দেয় ছুঁইওনা, ছুঁইওনা ও টাকা ও মুক্তার মালা । এসব প্রজার রক্ত ও প্রজার পুঞ্জীভূত অভিশাপ। হাজার হাজার প্রজার রক্ত। বিন্দু বিন্দু রক্ত।

তবু বাইজী নাচে। নাচতে হয়।

যখন জমিদারের তন্দ্রা গাঢ় হয়ে আসে, তাকে নিয়ে যাওয়া হয় খাস কামরায়। তবলচি ও অন্য যন্ত্রীরা বন্ধ করে দেয় তাদের বাজনা।

এমনি রংপুরের অনেক জমিদার বাড়ির রংমহলে এ নাচের আসর বসত। কলিকাতা ও বড় বড় শহরের নামকরা বাইজীরা জাকিয়ে বসে তাদের আসর জমাত। রূপে-গুণে তারা অতুলনীয়।

অনেকের ধারণা, এই রংমহল থেকে রংপুরের নামের উৎপত্তি। রংপুরে প্রচুর নীল চাষ হতো। রংপুরের নামের এখানেও যেন রয়েছে সার্থকতা। তবে প্রচুর মতভেদ আছে।

ভেতরগঞ্জের জমিদার অনন্ত চৌধুরীর নাম স্মরণ করে এখনো অনেকে শিহরে উঠে। কাহিনী শুনলে শরীরের লোম কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। পল্লী অঞ্চলে ভেতরগঞ্জ অবিস্থত হলেও পল্লী অঞ্চল মনে হয় না। মনে হয় এক টুকরো শহর ছিঁটকে এসে এখানে জাকিয়ে বসে আছে। জমিদার বাড়ি প্রচার করছে তাদের আভিজাত্যের কথা। তাদের দাপটের কথা।

তাদের দাপটে প্রজাকূল ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। ভিতরগঞ্জ বন্দর থেকে একটা পাকা রাস্তা সাপের মতো পড়ে আছে জমিদার বাড়ি পর্যন্ত। রাস্তার পাশে বড় বড় কয়েকটা পুকুর। ছেড়ে দেয়া মাছগুলো আপন মনে খেলে বেড়ায়। পুকুরের উপর অনেক উঁচু মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ নারকেল গাছ। জ্যোস্নাপ্লাবিত রাতে যখন নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পুকুরের ঢেউ খেলানো পানিতে এসে পরে তখন কত মায়াবী মনে হয়। মনে হয় স্বপ্ন রাজ্য।

চাঁদের প্রতিফলিত আলোগুলো পানির উপর সাপের মতো লিক লিক করে ভেসে বেড়ায়।

শীতের সকালে কুয়াশার ঝাক আবছা আবছা করে রাখে পৃথিবীকে। সূর্য্য ম্লান আলো নিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠে। সূর্যের প্রতিফলন পানিতে পড়ে। পানির উপর কাঁচা সোনা কেউ যেন ছিঁটিয়ে দিয়েছে।

রাতে জমিদার বাড়ি থেকে চাঁদের আলোয় বিচ্ছুরিত হয় জ্যোতি। একটা নগ্ন স্ট্যাচুর মতো জমিদার বাড়ি। বাড়ির উত্তর দিকে একটা বড় পুকুর। জমিদার বাড়ি থেকে অনেক সিঁড়ি নেমে এসেছে পুকুরের ঘাটে। দুদিকে দেয়াল। উপর দিকে ফাঁকা। জমিদার বাড়ির মেয়েদের জন্য তৈরী হয়েছে এ পুকুর। এ পুকুরে অন্য কেউ গোছল করতে পারে না, এ জমিদারের নির্দেশ। তার নির্দেশ অমান্য করার মতো সাহস কারো নেই।

এমনকি কেউ পুকুরের আশপাশেও ঘেঁষতে সাহস পেত না। পাইক-বরকন্দাজ, চাকর-বাকর দ্বারা পূর্ণ এ বাড়ি। মাহুত শ্যামাচরণ হাতির তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত।